দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL. 7 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ..

শিক্ষা অশিক্ষা লইয়া গোলক ধাঁধা

মমতাজউদদীন আহমদ

আজকাল এখানে সেখানে তেখানে ওখানে নানাজাত ও স্বাদের মালামাল পাওয়া যাইতেছে। সবই সহজ ও অবলীলায় হইয়া যাইতেছে। যেন ছু মন্তর। মন্তর পড়িয়া ছু করিলেই সব হইয়া বা আসিয়া যাইতেছে। কাহাকেও ভয় করিবার বা কাহারো কাছে শরম পাইবার দরকার নাই। শুনিলাম আমের চালানের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র ঢুকিতেছে, যাত্রীর উদরের মধ্যে সোনার ফালি হাসিতেছে। এমনও শোনা গেল যে, পাকা কাঁঠালের মধ্যে হইতে কোয়া ফেলিয়া দিয়া সেখানে ফেনসিডিলের বোতল জায়গা করিয়া লইয়াছে। কোন্ শহরে দুই রকম ডাব বেচা চলিতেছে। এক নম্বর ডাবটি খাঁটি ডাব তাহার দাম পাঁচ টাকা তাহার খরিদ্দার বেশি নাই। আর দুই নম্বর ডাব যাহার মধ্যে পানি নাই কিন্তু বাংলা মাল আছে, সে ডাবের দাম চল্লিশ টাকা। আর এই বাংলা ডাবের জন্য বহুৎ কাড়াকাড়ি চলিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খাদ্যশস্য নদীতে ফেলিয়া এবং যানবাহনের নৌকাগুলি অযথা ডুবাইয়া কৃত্রিম মন্বন্তর সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সেই সময় চাউলের মধ্যে বিস্তর কাঁকর মিশাইয়া বাজারে ছাড়া হইয়াছিল। ক্ষুধার্ত মানুষ ভাত খাইবার কালে পানি দিয়া ভাত ভাসাইয়া এবং কাঁকর নিচে ফেলিয়া তবেই টুকিয়া টুকিয়া ভাত খাইয়া ক্ষুণ্ণি নিবৃত্ত করিত। কিছুদিন আগে এক মাননীয় ব্যক্তি বিশেষ পাসপোর্টের যোগ্যতার গুণে দুইজন বয়স্ক মানুষকে নিজের নাবালক পুত্র এবং একজন অসম্পর্কিত মহিলাকে নিজ পত্নী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া পগারপার হইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। শরীরের জন্য ক্ষতিকর যে রং সে রং মাখিয়া মিষ্টি, পেঁপের বীচিকে গোলমরিচ, আয়োডিন মিশ্রিত নয় তবু আয়োডিনযুক্ত লবণ বাজারে দেদার বিক্রয় হইতেছে। যেখান সেখান হইতে দূষিত, অগ্রহণযোগ্য পানি বোতলে ভরিয়া মিনারেল ওয়াটার বলিয়া বেশি দামে বিক্রয় চলিতেছে। অকটেনের সঙ্গে পেট্রোল আর পেট্রোলের মধ্যে ডিজেল মিশাইয়া বেশি দামে গাড়িওয়ালাদের গছাইয়া দেওয়ার কায়দা কানুন এখন নতুন সংবাদ নয়। চোরাপথে সোনাদানা আনিতে গিয়া কখনও সখনও বহনকারী ধরা পড়িয়া হাজতে যাইতেছে কিন্তু যাহারা বা যিনি এসবের মহাজন তিনি অট্টালিকার শ্বেত মর্মরে বসিয়া হুইস্কি টানিতেছেন। তাঁহার টিকিটি ধরিবার কোন উপায় নাই। এই তো কয়েকদিন আগে টেলিফোনের বিল পরিশোধ থাকা সত্ত্বেও অথবা এক মাস-দুই মাস বকেয়া ছিল বলিয়া শত শত সাধারণ গ্রাহকের টেলিফোন লাইন কাটিয়া দেওয়া হইল। আর যাহাদের টেলিফোন বিল মাসের পর মাস বছরের পর বছর বাকি আছে, যে সব টেলিফোন-সম্পর্কে প্রায় সরকারীভাবে বকেয়া টাকার হিসাব প্রকাশ করা হয়, সে সব টেলিফোন কাটা হইল কিনা তা জানিবার উপায় নাই। দেবতা তাঁহারা, তাহাদের সমস্ত কর্ম লীলা বলিয়া পূজিত হয়, আর সাধারণ মানুষের সামান্য ত্রুটি শত সহস্র অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হয়। কেন একজন যুবককে পিটাইয়া পিটাইয়া পানিতে ফেলিয়া মারা হইল, কেন একজন মহিলাকে কেহ হত্যা করিয়া তাহার দুইটি শিশুকে অনাথ করিয়া গেল, তাহার হিসাব কেহ দিবে না। মাছের ঝোলে আরও ঝোল, ঘিয়ের মধ্যে আরও ঘি, আর ব্যাংকের মধ্যে আরও ঋণের বোঝা চাপাইয়া আমাদের ন্যায় অতি তুচ্ছ অর্বাচীন ও অশিক্ষিত মানুষকে নাজেহাল করিতে সমস্ত আয়োজন পাকা হইয়া আছে।

অশিক্ষিত কথাটি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আজকালকার টাটকা তর্ক-বিতর্ক সম্পর্কে সচেতন হইতে হয়। মহা মহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমস্ত প্রকার দায়িত্ব লইয়া আজকাল যখন যেমন তখন তেমন করিয়া কাহাকে কাহাকে অশিক্ষিত ও মূর্খ বলিয়া বাজার গরম করিতেছেন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নামও অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অতিশয় জ্ঞান ও প্রতিভার গুণে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বলিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে হাজারবার হাসিয়া খেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে অশিক্ষিত বলিয়া বেশ সুখ ও শান্তি অনুভব করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের রসিকতা ও জ্ঞানের স্তরে কোনোদিনই উন্নীত হইতে পারিব না। তাঁহাদের জ্ঞানরাশির দিকে বিস্ময়ে ব্যাকুল হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া কেবলই আহম্মকের মতো কাঁদিব অথবা হাসিব।

হায়রে মর্মান্তিক পরিহাস, বিংশ শতাব্দীর এমন আলোকিত শেষ প্রান্তে আসিয়া শুনিতে হইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের শিক্ষা ছিল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল অতিশিক্ষিত বা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লদের সর্বস্তরের পাঠ্যতালিকায় বার বার উজ্জ্বলতম সুশিক্ষিত-স্বশিক্ষিত সৃষ্টিশীল ব্যক্তি হইয়া বসিয়া আছেন। বাঙালী ও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মহৎকীর্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের অবদানকে যাহারা অনুধাবন করিতে পারে না। যাহারা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে প্রকৃতই অশিক্ষিত ও অনালোকিত মানুষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তুলনা করিয়া শ্লাঘা বোধ করিতেছে, তাহাদের জন্য আমাদের সর্বকালের করুণা থাকিল। মধ্য বা আধুনিক ইউরোপের কোন মহৎ গুণী ও যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি কখনই হোমার, সক্রেটিস অথবা শেক্সপীয়রকে অশিক্ষিতদের দলে ফেলিয়া সীমাহীন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয় নাই। এইসব অবিস্মরণীয় সৃষ্টিশীল মহৎ ও স্বশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে অপরিমেয় সাধনা, এষণা এবং দুর্নিবার মহৎ চিন্তা ও চেতনা যুক্ত হইয়া আছে। কোনো লোভে, কোনো স্বার্থের ঈশারাতে কখনই কোনো শিক্ষিত এবং সচেতন ব্যক্তি হোমার, সক্রেটিস বা শেক্সপীয়রকে অশিক্ষিত বলিবেন না। কিন্তু যাহারা সত্যই অশিক্ষিত, অর্বাচীন, সাধনা ও চেতনাহীন তাহাদের চিহ্নিত করিতে পিছপাও হইবেন না। প্রকৃত শিক্ষা কেবল ছকবাঁধা কারিকুলামের ওপর নির্ভরশীল নয় তবে একজনকে তখনই প্রকৃত শিক্ষিত বলিতে হয়, যখন তিনি নিজ বিষয়ে ও প্রয়োগে সততার সঙ্গে মনোযোগী, নিষ্ঠাময় এবং সাধনা করেন। তেমন সাধনা ছিল বলিয়াই ইরানের কবি ফেরদৌসী রওড়ান নদীর তীরে বসিয়া বকর বকর করিয়া ভাষণ দিবার জন্য প্রস্তুত হন নাই। ইরানের সাড়ে তিন হাজার বছরের ঐতিহ্য, বীরত্ব ও জয়গাথা লইয়া অমর কাব্য রচনা করিয়াছেন। বাংলার অন্যতম মহৎ কবি সৈয়দ আলাওল লুণ্ঠিত হইয়া রোসাঙ্গে গিয়া নিজ যোগ্যতা, সাধনা ও নিষ্ঠার গুণেই পদ্মাবতীর মতো মহৎ কাব্যের সৃজন করিয়াছেন।

যিনি শিক্ষিত তিনি অবশ্যই সৎ এবং স্বচ্ছ। তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিতরা ধনরত্ন মিথ্যাচার এবং ক্রপটতার সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়, চোক্ষের নিমিষে সুযোগ পাওয়া মাত্র পরস্বাপহরণ করিয়া সুখ ও লালসার আলয় রচনা করে। ক্ষণকালের চাটুকারিতা ও তোষামোদকে বিপুল সম্মান জ্ঞান করিয়া যা না হয় তাই সাজিয়া লম্ফঝম্প দেয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের শিক্ষার গুণ এমনি যে, তাঁহারা দারিদ্র্য ও অনটনকে মহৎ কর্মসাধনার আশ্রয় বিবেচনা করিয়াছেন। সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া শূন্য ও রিক্ত হইবার দৃষ্টান্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। তাঁহাদের নিজের বলিয়া কিছু নাই। যাহা ছিল, সবই পরার্থে। কেবল তাহাদের প্রতিষ্ঠান, জীবনবোধ এবং স্বপ্নের পঙক্তিগুলো আমাদের মানসলোককে উন্মোচিত করিবার জন্য বাঁচিয়া আছে। বলিতে দ্বিধা নাই, সেসব হাজার বছর বাঁচিয়া থাকিবে। মহাকবি কালিদাসকে যাহারা নিরক্ষর বলে, তাহাদের মতো মূর্খ কি আর কেহ আছে। মেঘদূত ও শকুন্তলা কি একজন নিরক্ষর মানুষের ভাস্বর চিন্তার ফসল হইতে পারে?

আমি কিছুই করিব না, সৎ চিন্তা ও ভাবনাকে লইয়া সত্যের সাধনা করিব না, যাহা দেখিব তাহাই হিংস্র ও লোভী ব্যাঘ্রের মতো থাবা মারিয়া আত্মগত করিব এবং অশিক্ষিত হইয়াও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সঙ্গে তুল্য হইব, তেমন দুর্ভাগ্য যেন কাহারো না হয়। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, অতি সাধারণ আমাদের স্বপ্ন এবং সংকল্প। এই লইয়া আমরা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে বসবাস করিতেছি। আমরা নিজ নিজ সীমানা সম্পর্কে অতি সচেতন। আমরা যোগ্যতা এবং পরার্থবোধ সম্পর্কে কখনই উদাসীন নহি। যাহা পাইবার যোগ্য নহি, তাহা পাইয়া গেলে আমি নিজেকে কখনই কৃতকার্য জ্ঞান করিব না। সীমা লঙ্ঘনকারী সম্পর্কে পরম শক্তিমান মহান আল্লাহ্ তা'লা বার বার অসংখ্যবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কোরানে তাহা বার বার বলা আছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমরা পেঁপের বীচিকে গোলমরিচ, কাঁকরকে চাউল, ফেনসিডিলকে কাঁঠাল এবং দু'নম্বর ডাবকে এক নম্বর বলিয়া গণ্য করিয়া হম্বিতম্বি করিতেছি। কথায় বলে, কিছুকালের জন্য কিছু মানুষকে ঠকানো বা বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু সর্বকালের জন্য সর্বমানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। আমাদের মহান জাতীয় সংসদে ইদানীংকালে অরুচিময় কথাবার্তা হইতেছে। এই অরুচিময় শব্দ ও বাক্য কাহারো পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এ জন্য চারিদিক হইতে নানান সমালোচনা শুরু হইয়াছে। আমরাও জাতীয় সংসদকে একটি পরিশুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি। গণতন্ত্রকে যদি বর্তমানকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকার ব্যবস্থা বলিয়া মনে করি, তবে গণতন্ত্রের অবাধ এবং আনন্দময় দিকগুলি লইয়া গর্ববোধ করিতেই হইবে। জাতীয় সংসদ অবাধ আলোচনা ও হিতকর ব্যবস্থা বলিয়া

ব্যবহৃত হইলে আমাদের খুব আনন্দ লাগিবে। আমাদের যাবতীয় বিষয়ের ভালমন্দ এখানেই আলোচিত হইলে আমরা উপকৃত হইব। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, জাতীয় সংসদে সব সময় তাহা হয় না। অপ্রয়োজনীয় আলোচনাতে, খিস্তি খেউড়ে সময় অতিবাহিত হইতেছে। এইসব বন্ধ হোক। তবে যে সকল শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইত্যাদি আলোচনা হইয়াছে এবং আমরা শুনিতে বাধ্য হইয়াছি, সেগুলির মধ্যে কোথাও কি কিছু কিছু সত্য নাই? সবই কি মিথ্যা ও কাল্পনিক বিদ্বেষ? যদি কোথাও কাহারো কাহারো সম্পর্কে সত্য ঘোষিত হইয়া থাকে তবে আমরা খুবই আতঙ্কিত হইয়া থাকিব। যাহাদের যাহাদের বিপক্ষে কটু ভাষা করা হইয়াছে, তাহারা তাহারা এ বিষয়ে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করুক। প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় লইয়া মিথ্যাকে মি[illegible] এবং সত্যকে সত্য প্রতিষ্ঠা করুক। আমরা সামান্য শিক্ষিত, আমাদে[illegible] জ্ঞানও সামান্য। বড়কথা, বড়দৃষ্টান্ত আমাদের মস্তিষ্কে নাই। আম[illegible] কেহই মহান ও মহিমাময় হইতে চাহি না। তবে সত্যের জ[illegible] আমাদের মনপ্রাণ কাঁদে। সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। রবীন্দ্রনাথের ক[illegible] বলি, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে [illegible] বঞ্চনা। আমরা পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, সক[illegible] শুভ হোক। আমরা অশিক্ষা এবং কুশিক্ষা চাহি না, সত্যের সা[illegible] চাহি। পাইব তো!